Significance of the armed forces day

Wing Commander M S Bhuiyan

In the history of our Liberation War of 1971, the 21st November remains recorded as the Armed Forces Day. It is a very sacred, glorious and significant day for us in the Armed Forces (Army, Navy and Air Force) as well as for the entire nation. As a prelude to our achieving independence, this day is a symbol of our spectacular success in the liberation war. On this particular day, all members of our Armed Forces and other people of the country, who were actively involved in the war, were brought under a platform of unified direction. Imbued with the ardent feelings of patriotism, resoluteness, unity and solidarity, our freedom fighters carried out combined operations and inflicted crippling and decisive blow on the occupation forces. A historical look may be relevant to know about the significant aspects of the Armed Forces Day.

Under the concept of Pakistani rule for 24 years, the people of East Pakistan (now Bangladesh) could not get the proper place in national life. Right from the beginning, the attitude of the Pakistani rulers towards the people of Bangladesh was undesireable. The design of their first conspiracy was aimed at crippling the Bengali language and culture. But this conspiracy could not go unperceived and unchallenged. Students' violent movement saved the dignity of the mother-tongue 'Bangla', but at the cost of many valuable lives. Bengali nationalism thus grew up and suspicion about the Pakistani rulers was growing intensely. Our deprivation of national rights and participation in various fields of national life was acute. A majority position won in the General Election of 1970 was totally disregarded to form the Government. But our struggle did not stop. Meanwhile, the military rulers of Pakistan made a secret plan to wipe out our voice once for all. The brute Pakistani forces were let loose on the night of 25 March, 1971 to conduct massive killings. They ruthlessly killed the students, personnel of Bengal Regiment, EPR, Police and innocent people and dishonoured the womenfolk inhumanly. Such brutal killings shocked the world conscience. However, as a natural consequence, our war of liberation began.

The occupation forces continued massacres all over Bangladesh. About 10 million people crossed the border and took safe shelter in India. Our political efforts from exile drew the attention of the world to the just cause of our war. India expressed a serious concern and supported our cause. With an indomitable desire to rescue our motherland the valiant students, youths and people from the general society formed Mukti Bahini and received short arms training on Indian soil. The available Bengalee officers and personnel (retired included) of Army, Navy and Air Force and personnel of EPR, Police and Ansar being in various sectors launched operations against the occupation forces. Meanwhile, Bangladesh Air Force was formed at Dimapur in Assam. A few hundred naval personnel also received training in India for destruction of enemy ships in Bangladesh. Since the sporadic operations of the freedom fighters were time-consuming in producing the quicker results, a decision to conduct the operation with the Army, Navy and Air Force under a joint command was taken. Accordingly, decisive assaults were launched in the early hours of 21 November, causing heavier losses on the enemies. Such operations continued with quicker successes leading to the final victory achieved on 16 December, 1971, through the surrender of the occupation forces.

The Armed Forces Day is a symbol of determination, unity and solidarity. It brings messages of inspiration, devotion, hopes and forward march to serve the nation. It teaches us to stand against the enemies who are out to disturb our progress and peace. Promotion of our national image and our constant co-operation in the cause of world peace are based on the spirit of the Armed Forces Day. Maintenance of social order under the democratic system, assistance to the Government in solving various problems facing the nation, materialization of the noble dreams of the freedom fighters and emancipation from the economic problems are the teachings of the Armed Forces Day. Above all, the day inspires us to jointly safeguard our costly independence and sovereignty against any threat.

The Armed Forces Day is a memorable and dignified day to us, nay the whole nation. Every year we observe this day, paying deepest honour to all those freedom fighters whose supreme sacrifices brought our independence as we enjoy today. But the day this year bears a special significance in that we are observing the day in a democratic environment prevailing in the country. Our pledge today should be to ensue the unified spirit of 21 November in all our efforts in the years ahead.

BIBLIOGARPHY
1. Armed Forces Day Journal-92
2. The Importance of Armed Forces Day:- Capt M Kumrul Hasan, AMC

রাষ্ট্রপতির বাণী

(১-এর পাতার পর)

ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনার বিকাশ এবং জাতি গঠন ও উন্নয়ন তৎপরতায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে সকলেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং ত্রাণ তৎপরতায় অতীতের ন্যায় আমাদের পালন করতে হবে অনবদ্য ভূমিকা।

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। এজন্য আমরা সবাই গর্বিত। আমাদের দক্ষ ও সুশৃঙ্খল সশস্ত্র বাহিনীর এই সুনাম অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। সেবা ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জাতীয় স্বার্থে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে অনুপ্রাণিত বলে আমি বিশ্বাস করি।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠার শপথে বলিয়ান হোক-সেই কামনা করি।

আবদুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

(১-এর পাতার পর)

ক্ষেত্রেই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা এবং জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন কাজেও সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকান্ড বিস্তৃত। জাতি সংঘের বিভিন্ন শান্তি রক্ষামূলক কার্যক্রম ও উপসাগরীয় যুদ্ধে তাদের ভূমিকা আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও স্বীকৃত ও প্রশংসিত। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের উন্নয়নে আমাদের সকলকে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে হবে।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের অব্যাহত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং দেশ সেবায় আরো অর্থবহ অবদান রাখতে তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিমান বাহিনী প্রধানের বাণী

(১-এর পাতার পর)

এক ঐক্যের মঞ্চে সমাবেশ ঘটিয়ে জাতির সে প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে এবং শত্রুর হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা-সূর্যকে ছিনিয়ে আনে। তাই এ দিনটির গুরুত্বকে উঁচিয়ে রাখার মানসে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগ এ দিনটির প্রতি শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি।

২১শে নভেম্বরের শিক্ষা থেকে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ তথা সমগ্র জাতি কখনই বিস্মৃত হবে না। এ দিনের ফসলে ধন্য ও গর্বিত। ইহা আমাদের সকলের জন্য এক বিশেষ আলোকবর্তিকা।

এ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিবসে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সকল সদস্য অমর শহীদদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে এবং তাঁদের অপূর্ব আত্মত্যাগকে পাথেয় করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ।

আমি দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

খোদা হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী,
এনডিইউ, পিএসসি
এয়ার ভাইস মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান

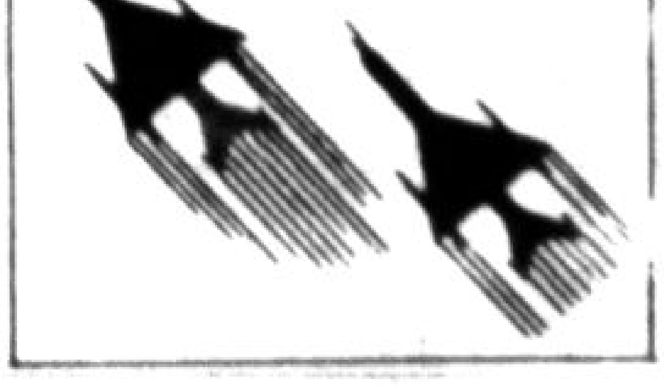

সেনাবাহিনী প্রধানের বাণী

(১-এর পাতার পর)

সন্তানদের যাদের চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। আজকের এ গৌরবদীপ্ত দিনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সেই সব অকুতোভয় সন্তানদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীন জাতির মর্যাদা।

স্বাধীনতা যুদ্ধের গৌরবধন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আজ সুগঠিত, সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ বাহিনী হিসেবে ইতিমধ্যেই দেশে ও বহির্বিশ্বে সম্মান ও গৌরবজনক অবস্থানে আসীন হয়েছে। দেশের আপামর জনগণের আস্থা ও প্রশংসাধন্য আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস দমনে যে অবদান রাখছে তা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে বাংলাদেশের যোগ্যতা ও অবদান আজ বিশ্ব স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

সংগ্রামী ঐতিহ্যে উজ্জীবিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যত রচনায় অবদান রাখুক-পরম করুণাময়ের কাছে সেই কামনা করি। আমিন।

মোহাম্মদ নূর উদ্দীন খান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধানের বাণী

(১-এর পাতার পর)

আক্রমণ রচনা করে আমাদের স্বাধীনতা তথা বীর জনতার বিজয়কে করেছিল ত্বরান্বিত। এ দিনটি তাই সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ঐক্য, সংহতি ও গৌরবের প্রতীক।

এ মহান দিনে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের অবিস্মরণীয় ত্যাগ ও দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমাদের আজকের সশস্ত্রবাহিনী স্বদেশে যেমন জনগণের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনি বিদেশেও স্বদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একই প্রেরণায় আগামী দিনগুলোতেও তারা দেশসেবার অনুপম আদর্শ স্থাপন করবে।

এই মহান দিনে সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

মুহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম
(এস এম) এন সি সি
রিয়ার এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান